মুখবন্ধ

খোট্টা আমার মাতৃভাষা। এই ভাষার পরিমণ্ডলেই লালিত-পালিত। শৈশবেই অবাক হয়ে লক্ষ্য করতাম, বাড়ির ব্যবহার্য ভাষা আর দাদার কণ্ঠে পাঠ্য পুস্তকের সরব পাঠ এর ভাষা এক নয়। পরে বাবার কাছে জেনেছি, 'আমাদের মাতৃভাষা হল খোট্টা। আর আমাদেরকে বাংলা ভাষাতে বই পড়তে ও পড়াতে হয়।' (উল্লেখ, বাবা ছিলেন প্রাইমারী বিদ্যালয়ের শিক্ষক)। এই ভাষাতেই মা, বাবা ইত্যাদি গুরুজনদের কাছে কিহানি (কাহিনী / গল্প), গীদ্ (গীত), বুজবুজান (ধাঁধা), বুড়হা-ফুরকা ক বাত অর্থাৎ প্রবাদ-প্রবচন, ছড়্ড়া (ছড়া) ইত্যাদি শুনেছি আর মনের ভাব প্রকাশ করেছি। পাড়ায় পাড়ায় বিয়ের, কর্মাধর্মার, জিতাষ্টমী ইত্যাদির গীত, হোলি, গম্ভীরা বা ঝুমুরের গান এবং মুশলমানদের ঝারনী ইত্যাদির গান শিষ্ট সাহিত্যের মতো খোট্টা ভাষীকে মুগ্ধ করত। সম্ভবতঃ ১৯৮৮ সালে মালদহ কলেজ পত্রিকায় 'অখ্যাত লোক কবির একটা গান' খোট্টা ভাষায় প্রকাশিত হওয়াতে খোট্টাভাষীরা মুগ্ধ হয়। আবার খোট্টা ভাষার একটি 'গীত' উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের সেমিনারে পাঠ করলে ডঃ অচিন্ত্য বিশ্বাস, ডঃ অঙ্কুশ ভট্ট, ডঃ তপোধর ভট্টাচার্য প্রমুখেরা যারপর নাই খুশি হয়েছিলেন। ২০০২ সালে ডঃ সুনীল চন্দ্র মণ্ডল মহাশয়ের 'পশ্চিমবঙ্গের চাঁই সমাজের ভাষা-সাহিত্য ও সংস্কৃতি' বই পাঠ করে আমাদের কেউট জাতির ভাষা-সাহিত্য ও সংস্কৃতি বিষয়ে গবেষণা করার ইচ্ছা হয়। সৌভাগ্যক্রমে উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের অধ্যাপক ডঃ মীর রেজাউল করিম মহাশয়ের সঙ্গে পরিচয় ঘটে। তাঁর তত্ত্বাবধানে ও নির্দেশনায় শুধ কেউট / জেলে সম্প্রদায়ের খোট্টা ভাষা নয়, সামগ্রিকভাবে 'মালদহ জেলার খোট্টা ভাষা ঃ ভাষাতাত্ত্বিক পর্যবেক্ষণ' বিষয়ে ২০০৪ সাল থেকে গবেষণার কাজ শুরু করেছি। ডঃ মীর রেজাউল করিমকে আমার প্রণাম।

মালদহ জেলার ইংরেজবাজার, কালিয়াচক, বৈষ্ণবনগর, মানিকচক, রতুয়া ইত্যাদি থানার খোট্টা ভাষা ব্যবহারকারী বিভিন্ন জনজাতির কাছে আমি চিরকৃতজ্ঞ, যারা এই মৌখিক সাহিত্য সংগ্রহে সাহায্য করেছেন। পথে-ঘাটে-হাটে-বাজারে পথচলতি জানা-অজানা মানুষের কাছেও আমি ঋণী।

মালদা জেলা গ্রন্থাগার, পুরাতন মালদহ এবং মালদা কলেজ গ্রন্থাগারের কর্মীদেরকেও আমি আন্তরিকভাবে ধন্যবাদ জানাই, যারা আমাকে বিভিন্ন বইপত্র যোগান দিয়ে এবং জেরক্স করে দেওয়ার সুবিধা করে দিয়েছিলেন। কৃতজ্ঞতা জানাই, মালদহ কলেজের লেকচারার ডঃ সুজয় ঘোষ মহাশয়কে, যিনি আমাকে বিভিন্ন বইপত্র এবং পরামর্শ দিয়ে বাধিত করেছেন। পুরাতন মালদহ কালাচাঁদ উচ্চ বিদ্যালয়ের প্রাক্তন প্রধান শিক্ষক শ্রদ্ধেয় শ্রীসুধীর কুমার সাহা মহাশয় আমাকে বারবার গবেষণা করার উৎসাহ ও প্রেরণা দিয়েছেন তাঁকে আমার প্রণাম। আর অনেক হিতাকাঙ্খীকেও ধন্যবাদ জানাই।

আশা করি, স্বর্গীয় বাবা (পার্বতীচরণ চৌধুরী), মা (ফুদনী চৌধুরী), বোন (অর্চণা চৌধুরী), দিদা (নীরোদা চৌধুরী) এদের বিদেহী আত্মা অলক্ষ্য থেকে আশীর্বাদ এবং কৃপা করেছেন বলে হয়ত দেরিতেও গবেষণাপত্র জমা করার অনুমতি পেয়েছি।

সহধর্মিণী মিতু চৌধুরী ও ছোট বোন বৈশাখী পাশে থেকে উৎসাহ জুগিয়েছে। বড় মেয়ে পারমিতা ও ছোট মেয়ে উপমা পিতৃস্নেহ থেকে বঞ্চিত হয়েও পরোক্ষভাবে আমার কাজে সাহায্য করেছে।

ধন্যবাদ জানাই গ্রাফিক্স 'ও' পয়েন্টের কৌশিক মুখার্জীকে যিনি খুব দ্রুত আমার গবেষণার কাজ কম্পিউটারে টাইপ করে দিয়েছেন।

আজ আমি গর্বিত — মাতৃভাষায় গবেষণা করার জন্য। এই জেলার খোট্টা ভাষা ব্যবহারকারী সকলকে আমার আন্তরিক অভিনন্দন ও কৃতজ্ঞতা জানাই।

বুড়াবুড়িতলা
মালদহ

পতিত পাবন চৌধুরী
জানুয়ারী, ২০১৩